প্রথম আলো

তারিখ 08 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও বই ছাপা ও বিতরণের কাজ চলছে ঢিমেতালে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হলেও এখনো বই ছাপা বা বিতরণ শেষ হয়নি। জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) ৯০ শতাংশ বই ছাপা ও বিতরণের কথা বললেও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, এই হার প্রাথমিকে ৮২ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি স্তরে ৬৫ শতাংশ।

এ ছাড়া মাধ্যমিকের ৭৩টি বইয়ের মধ্যে বাজারে ১৪টি বই ছাড়ার ঘোষণা দেওয়া হলেও দেশের প্রত্যন্ত অনেক এলাকায় এগুলো পৌঁছেনি। ১০ জানুয়ারি মাধ্যমিকের আরও ৩৬টি বই বাজারে আসার ঘোষণা দেওয়া হলেও ১২টি নতুন বইয়ের পজেটিভ গতকাল রোববার পর্যন্ত প্রকাশকেরা পাননি।

এ অবস্থার মধ্যে ১০ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেওয়া রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ পাঠ্যবই বিতরণ উদ্বোধন করবেন। এরপর দেশের সব শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছাতে জানুয়ারি মাস লেগে যাবে বলে সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন। ইতিমধ্যে নতুন ক্লাসে ওঠা শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা নতুন বইয়ের জন্য ছোটাছুটি শুরু করেছেন। কেউবা পুরোনো বই জোগাড় করছেন, কেউ কেউ দু-একটি নতুন বই কিনতে পেরেছেন।

গত বছর ৩ জানুয়ারি সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পাঠ্যবই বিতরণ উদ্বোধন করেছিলেন। রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় না থাকায় এবং চলমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে পাঠ্যবই ছাপা ও বিতরণের কাজ ঢিমেতালে চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান ড. গাজী মো. আহসানুল কবীর *প্রথম আলোকে* বলেছেন, বই ছাপা ও বিতরণের অগ্রগতি মোটেও খারাপ নয়। তবে রাজনৈতিক সংকট, বছরের শুরুতে ঈদসহ বিভিন্ন কারণে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কিছুটা ছেদ পড়েছিল। ১০ জানুয়ারি বই বিতরণ উদ্বোধনের আগে প্রাথমিকের ৯০ শতাংশ বই জেলা পর্যায়ে পৌঁছে যাবে বলে তিনি দাবি করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

বই ছাপা ও বিতরণের কাজ চলছে ঢিমেতালে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রায় সব বই ছাপা ও বিতরণ হয়েছে দাবি করলেও নমুনা হিসেবে কয়েকটি জেলায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখনো প্রাথমিকের সব বই পৌঁছেনি। অন্যদিকে প্রাথমিক স্তরের আরও প্রায় ১২ লাখ বই ছাপা শেষ হতে জানুয়ারি পার হয়ে যাবে। দরপত্রসংক্রান্ত জটিলতায় এনসিটিবি চারটি প্যাকেজের আওতায় এসব বই ছাপার কার্যাদেশ দিতে এক মাস বিলম্ব করে। এ ছাড়া ইবতেদায়ি মাদ্রাসারও প্রায় ছয় লাখ বই ছাপা শেষ হতে জানুয়ারি লেগে যাবে।

জানা যায়, গত ২৬ ডিসেম্বর পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিজ্ঞাপন দিয়ে মাধ্যমিকের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর ১৪টি বই বাজারজাত করার কথা জানালেও তা এখনো মফস্বলের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর নাগালের বাইরে রয়েছে। এর কারণ হিসেবেও সংশ্লিষ্টরা ঈদের ছুটি এবং রাজনৈতিক সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে আগামী ১০ জানুয়ারি ৩৮টি বই বাজারে আসার কথা থাকলেও ১২টি বইয়ের পজেটিভ এখনো এনসিটিবি প্রকাশকদের হাতে দিতে পারেনি। গতকাল রোববার এসব বইয়ের মূল্য নির্ধারণ হয়েছে। এই ১২টি বইয়ের মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিকের বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজি গ্রামার, বাংলা দ্রুত পঠন এবং ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার। এ ছাড়া নবম শ্রেণীর কম্পিউটার শিক্ষার পজেটিভ এখনো এনসিটিবি প্রস্তুত করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে এনসিটিবির চেয়ারম্যান বলেন, এসব বইয়ের প্রচ্ছদসহ ভেতরের বেশির ভাগ পাতার পজেটিভ দেওয়া হয়েছে। দু-একটি পাতা দেওয়া বাকি আছে এবং আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে প্রকাশকেরা এটা নিয়ে বই প্রস্তুত করতে পারবেন বলে চেয়ারম্যান মনে করেন।

অন্যদিকে নবম শ্রেণীর বাংলা সহপাঠ (দ্রুতপঠন) বই বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ অনিয়মের প্রতিকার চেয়ে হাসান বুক ডিপো এবং গতিয়া প্রিন্টিং প্রেস শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে। এতে বলা হয়, এনসিটিবির বিজ্ঞাপন অনুযায়ী নবম শ্রেণীর বাংলা সহপাঠ বইয়ের জন্য বেসরকারি প্রকাশকদের ১৩টি পাণ্ডুলিপি জমা পড়ে। কিন্তু দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অনিয়মের মাধ্যমে বিশেষ দুটি প্রতিষ্ঠানের বই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গতিয়া পাবলিকেশনস অভিযোগ করেছে, ড. মাহবুবুল হক সংকলিত ও সম্পাদিত বই অনুমোদন না দিয়ে অন্যায়ভাবে অখ্যাত লেখকের বই অনুমোদন করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হাসান বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী আবুল কালাম স্বপন *প্রথম আলোকে* বলেন, অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ছয় থেকে ১০টি বইয়ের অনুমোদন দেওয়া হলেও নবম শ্রেণীর বাংলা সহপাঠ বইয়ের দুটি পাণ্ডুলিপি অনুমোদন দেওয়া রহস্যজনক এবং দুঃখজনক। তিনি নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করে যোগ্য সব পাণ্ডুলিপি অনুমোদন দেওয়ার দাবি জানান।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান দুটি পাণ্ডুলিপি অনুমোদন দেওয়ায় অনিয়ম হয়নি দাবি করে বলেন, এটি পাঠ্যবই মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত এবং কমিটিতে প্রকাশক ও মুদ্রাকরদের প্রতিনিধি ছিলেন।

এ বছর প্রাথমিক এবং এবতেদায়ি স্তরে বিনামূল্যের বই ছাপা হচ্ছে সাত কোটি ১৯ হাজার ৮১৪টি। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরে বইয়ের সংখ্যা পাঁচ কোটি ২০ লাখ ৯৪ হাজার ৬৭৫। এ ছাড়া মাধ্যমিক স্তরে ছাপা হচ্ছে এক কোটি ৮১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭০ কপি বই।

সূত্রমতে, প্রাথমিক স্তরের অধিকাংশ বই ছাপা হলেও কিছু বই বাকি থাকায় তা পাঠানো যাচ্ছে না। প্রকাশক ও মুদ্রাকররা পরিবহন খরচের বিবেচনায় সব বই একসঙ্গে জেলা পর্যায়ে পাঠাতে চান। সে ক্ষেত্রে দু-একটি বই বাকি থাকলেও তাঁরা বিলম্ব করেন। মৌলভীবাজার প্রতিনিধি জানান, সদর উপজেলায় চাহিদামতো বই পৌঁছে গেলেও চতুর্থ শ্রেণীর দুই হাজার ২২৬ কপি ইংরেজি বই পৌঁছেনি। একবার অধিকাংশ বই পৌঁছে দেওয়ার পর বাকি বই পৌঁছাতে মুদ্রাকরদের আগ্রহ থাকে না।

বরিশাল থেকে নিজস্ব প্রতিবেদক জানান, জেলায় প্রাথমিকের বইয়ের চাহিদা ১০ লাখ ২৩ হাজার ৭১৬ কপি। গতকাল পর্যন্ত বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে ৯ লাখ ৫৩ হাজার ৯০৯ কপি বই পৌঁছেছে এবং এসব বইয়ের মধ্যে থানা পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে সাত লাখ ৭৪ হাজার ৭০০ কপি বই।

কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি জানান, জেলায় চাহিদার তুলনায় প্রাথমিকের ৪৭ হাজার কপি বই কম পৌঁছেছে। প্রকাশক বা মুদ্রাকররা জেলা পর্যায়ে বই পৌঁছে দিলেও সেখান থেকে উপজেলায় বই নেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হয়। একবার বই পৌঁছার পর দ্বিতীয় দফায় সংশ্লিষ্ট প্রকাশক, জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের আগ্রহ কমে যায়।